১৯এপ্রিল ২০২০

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ প্যান্ডেমিক চলাকালীন সময়ে টিকাদান কর্মসূচী পরিচালনার নিয়মাবলী

(কোভিড -১৯ বিস্তারের অবস্থার উপর নির্ভর করে এই নিয়মাবলি প্রয়োজন অনুযায়ী সময় সময় পরিবর্তিত হতে পারে)

এই নিয়মাবলী বিভাগ, জেলা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা ও মিউনিসিপালিটি পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মী তথা স্বাস্থ্য সহকারী/ টিকাদান কর্মী/ স্বাস্থ্যকর্মীগণকে কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে টিকাদান কর্মসূচী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি অনুসরণ করতে সহায়তা করবে।

পৃথিবীব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়াতে কর্মস্থলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন এবং সামাজিক অনীহার কারণে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী একটি অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা যা ভ্যাকসিন দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য রোগসমূহ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা করে ব্যক্তি ও সমাজকে রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করে এবং মৃত্যুহার হ্রাস করে । রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের মাধ্যমে শুধু যে মানুষের জীবন রক্ষা হয় তাই নয়, রোগ হওয়ার পরে চিকিৎসার চাইতে অনেক কম সম্পদ ব্যয় হয় যা ইতিমধ্যে কোভিড -১৯ এর বিশ্বব্যাপী মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর সৃষ্ট চাপ হ্রাস করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অত্যাবশ্যকীয় টিকাদান কর্মসূচী চলমান রাখতে আমাদের অবশ্যই নিচের ৩টি মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে-

১। দেশে চলমান সামাজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলা

২। টিকাদান কর্মসূচী চলমান রাখতে গিয়ে "ক্ষতি করা যাবে না" নিয়ম অনুসরন করা

৩। কোভিড -১৯ এর বিস্তার হ্রাসে সরকার অনুসৃত নিয়ম মেনে চলতে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা

বাংলাদেশে চলমান কোভিড -১৯ বর্তমান অবস্থা ও নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচীর অত্যাবশ্যকীয়তা মাথায় রেখে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী চলমান রাখতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হল-

১। যেসব জেলায় লকডাউন ঘোষিত হয়েছে সেসব জেলার অন্তর্ভুক্ত শুধুমাত্র যে সকল উপজেলায় কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে সে সকল উপজেলায় নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম বন্ধ থাকবে তবে উক্ত উপজেলাসমূহে শুধুমাত্র স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে টিকাদান কার্যক্রম চলমান থাকবে। লকডাউন প্রত্যাহার সাপেক্ষে মাইক্রোপ্ল্যান এর পরিবর্তন করে পুনরায় নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। লকডাউন এর আওতামুক্ত সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা ও পৌরসভার নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র সহ স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র সমূহে মাইক্রোপ্ল্যান অনুযায়ী নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী চলমান রাখতে হবে।

৩। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা যে সকল কেন্দ্র কোভিড -১৯ এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন ঐ সকল কেন্দ্র বাদ দিয়ে মাইক্রোপ্ল্যান অনুযায়ী নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী চলমান রাখবেন।

৪। যে সকল এলাকায় ভ্যাকসিন দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য কোন রোগের প্রাদুর্ভাব চলমান, ঐ সকল এলাকার কেন্দ্র সমূহে মাইক্রোপ্ল্যান অনুযায়ী নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী চলমান রাখতে হবে।

৫। টিকা দ্বারা প্রতিরোধযোগ্য রোগের (VPD) সারভিল্যান্স বজায় রাখার পাশাপাশি আরও শক্তিশালী করা উচিত যা কোভিড -১৯ এর সারভিল্যান্সেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৬। লকডাউন পরবর্তী সময়ে টিকাদান কার্যক্রমঃ

স্থানীয় সংক্রমণ (লোকাল ট্রান্সমিশন) হ্রাস পেতে শুরু করলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে পুনরায় টিকাদান কার্যক্রমসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাসমূহ চালু করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রের পাশাপাশি আউটরিচ সেশন চালু করার মাধ্যমে দ্রুত শিশুদের টিকা নিশ্চিত করে ইম্যুনিটি গ্যাপ কমিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে টিকাদান কার্যক্রম চালু করতে হবে।

৭। টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সেশনের পূর্বে, সেশন চলাকালীন ও সেশন পরবর্তী সময়ে করণীয়ঃ

- ব্যাক্তি মালিকানাধীন কোন বাড়িতে নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা করা সম্ভব না হলে কেন্দ্রটি নিকটবর্তী কোন প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করতে হবে যেমন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন সাবসেন্টার, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র , সিসি ইত্যাদি। আগে থেকে একটি খোলামেলা, পর্যাপ্ত আলো বাতাসযুক্ত স্থান টিকাদান এর জন্য নির্বাচন করে সেখানে টিকাদান সেশন পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে জেলা এবং উপজেলার সমন্বয় সভায় বিষয়টি উত্থাপন করে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভা মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যানগণকে অবহিত করে তাদের সহযোগীতা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- প্রতি সেশনের শুরুর আগে ও সম্পন্ন হওয়ার পরে টিকাদানের স্থান জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে
- মনি ফ্ল্যাগের পাশাপাশি কোভিড-১৯ রোগ, এই রোগের প্রতিরোধ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ ব্যক্তি পর্যায়ে এর প্রতিরোধে কী কী করণীয় এতদসংক্রান্ত তথ্য ও স্বাস্থ্যশিক্ষামূলক উপকরণসমূহ (পোস্টার) সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় এমন একটি জায়গা বাছাই করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে
- কেন্দ্রে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, টিকা নিতে আসা সেবাগ্রহীতাদের সারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টিকাদানকারীর নিকটে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র একজন সেবাগ্রহীতার আগমন নিশ্চিত করা
- টিকা নিতে আসা গর্ভবতী নারী এবং স্বাস্থ্য সহকারী/ টিকাদানিকারী/ স্বাস্থ্যকর্মীদের বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- স্বাস্থ্য সহকারী/টিকাকর্মী/স্বাস্থ্যকর্মীদের ফেস মাস্ক সরবরাহ ও সঠিক উপায়ে মাস্ক পরিধান, অপসারণ ও ডিসপোজাল নিশ্চিতকরণ
- স্বাস্থ্য সহকারী/ টিকাকর্মীদের হাত জীবাণুমুক্ত রাখতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত ধোয়ার জন্য সাবান সরবরাহ নিশ্চিত করা
- টিকাকেন্দ্রে ঢোকার পূর্বে কেন্দ্রে আগত সেবাগ্রহীতাসহ সকলের সঠিকভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিত করা
- টিকাদান কার্যক্রম নিরবছিন্ন রাখতে ভ্যাকসিন ও লজিস্টিকস সরবরাহ অব্যহত রাখা
- কোভিড-১৯ রোগের তথ্যাদি ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শগুলো চিত্র সম্বলিত জনসচেতনতামূলক পোস্টারের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা
- আগতদের হাঁচিকাশির শিষ্টাচার তথা কাশির সময় কনুইয়ের ব্যবহার, হাঁচির ক্ষেত্রে রুমালের ব্যবহার সম্পর্কে অবহিতকরণ, কাপড়ের তৈরি ফেস মাস্ক ব্যবহার, পরিধান ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা
- সামাজিক দূরত্ব তথা একে অপর থেকে কমপক্ষে ১ মিটার বা ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা সম্পর্কে অবহিত করা, প্রয়োজনে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে উল্লেখিত দূরত্বে মাটিতে গোল বৃত্ত করে তার মধ্যে দাঁড়ানো নিশ্চিতকরণ
- টিকাকেন্দ্রে আনা ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার সেশনের পূর্বে ও পরে ব্লিচিং পাউডার দ্রবণ ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া

- নিরাপদ বর্জ্য অপসারণের নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা

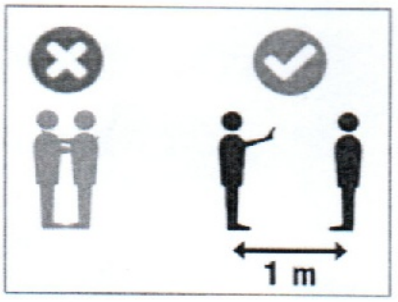

৮। টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীর ব্যাক্তিগত সুরক্ষা ও সংক্রমণ প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত নিয়ম সমুহ অবশ্যই মেনে চলতে হবে-

- কর্মীকে সার্জিকাল মাস্ক ব্যাবহার করতে হবে
- শিশু ও অভিভাবকের সাথে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে ইতিহাস নিতে হবে এবং কার্ড ও রেজিস্টার পূরণ করতে হবে
- **কোন অসুস্থ শিশুকে টিকা দেয়া যাবে না**
- সেশন শুরুর পূর্বে সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে হবে ও সেশনের মাঝে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে
- টিকাদান কেন্দ্রে সাবান ও পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে
- অবশ্যই টিকাদানের পর পরই শার্প ওয়েস্ট সেফটি বক্সে ও অন্যান্য সকল বর্জ্য একটি বর্জ্য ব্যাগে রাখতে হবে। সেশন শেষে সেফটি বক্স ও বর্জ্য ব্যাগ অবশ্যই উপজেলা/ সিসিতে ফেরত আনতে হবে

৯। টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনার সময় সামাজিক দূরত্ব মানতে ও কমিউনিটি সংক্রমণ প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত নিয়মসমুহ অবশ্যই মেনে চলতে হবে-

- শিশুরা একসাথে এক জায়গায় ভিড় করবে না। টিকাদান কেন্দ্রে ৩ ফুট দূরে দূরে চিহ্ন দিয়ে শিশু ও অভিভাবকদের অপেক্ষার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে
- একজন একজন করে টিকা নিতে নির্দিষ্ট স্থানে বসবেন
- অপেক্ষার জায়গা বদ্ধ ঘরে না করে পর্যাপ্ত আলো বাতাস সম্পন্ন কক্ষে করতে হবে
- **টিকাকেন্দ্রে আগমনকারী এবং টিকা প্রদানকারী সকলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবে। জ্বর কাশি, শরীরে ব্যথা থাকলে তাকে অবশ্যই হাসপাতালে রেফার করতে হবে**

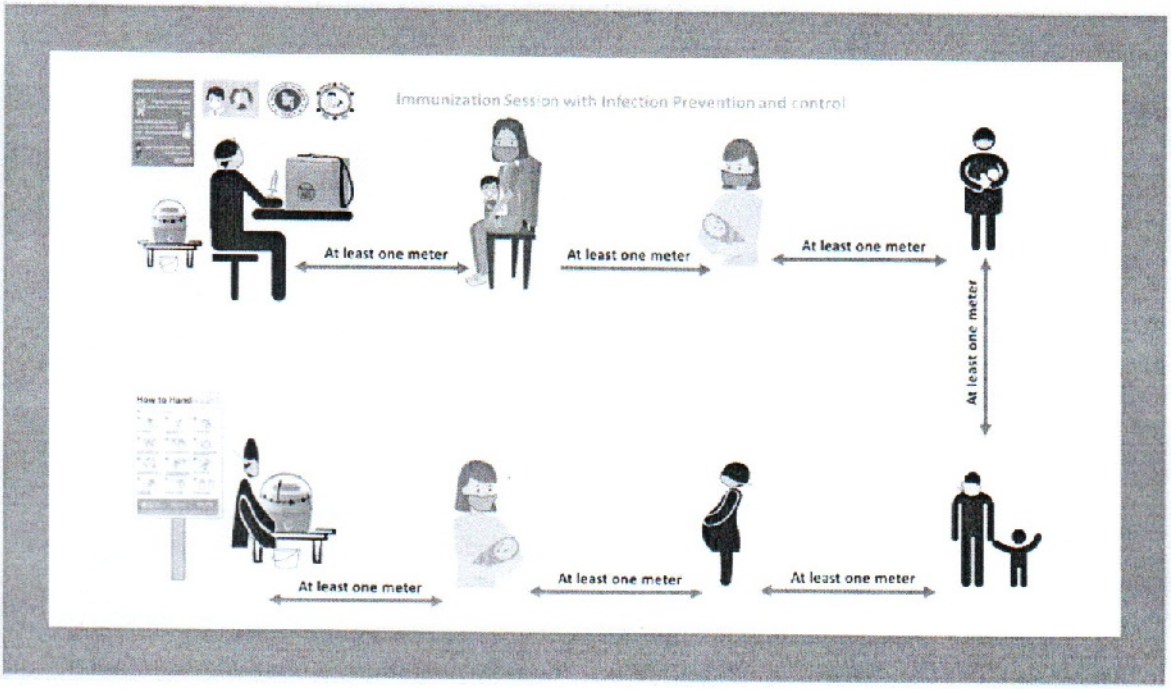

১০। টিকাদান কার্যক্রম সফল করার জন্য নিম্নবর্ণিত "আন্তঃব্যাক্তিক যোগাযোগ" কার্যক্রম সেশনের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে সম্পন্ন করবেন-

- মোবাইল বা সেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে টিকাদানের নির্দিষ্ট তারিখ, স্থান (যদি পরিবর্তন হয় তাহলে পরিবর্তিত স্থান) ও নির্দিষ্ট সময় (বাড়ি অনুযায়ী স্লট ঠিক করে দেওয়া) জানিয়ে দিতে হবে
- **অসুস্থ শিশুকে কেন্দ্রে না আনা ও অসুস্থ অভিভাবকে কেন্দ্রে না আসতে অনুরোধ করা**
- টিকাকেন্দ্রে আসার পূর্বে শিশু ও অভিভাবককে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে আসতে বলা
- প্রাপ্য টিকা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে জোর দেওয়া এবং অনুপ্রাণিত করা
- সেশনের সময় অভিভাবক সহ সবাইকে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও শারীরিক দূরত্ব এবং সামাজিক দূরত্ব সম্পর্ক সচেতন করা
- টিকাকেন্দ্রের বাড়ীর মালিক বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে অবগত করা

১১। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার শিশু কম আসার কারণে ভ্যক্সিন অপচয় যাতে বেশি না হয় তার জন্য মাল্টি ডোজ ভায়াল পলিসি এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১২। হাসপাতালে জন্মের পর পরই বিসিজি টিকাদান কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

১৩। কোন এলাকায় টিকাদান কার্যক্রম বন্ধ থাকলে, বাদ পড়া শিশুদের তালিকা তৈরি করতে হবে যেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে বাদ পড়া শিশুদের টিকাদান সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়।

১৪। স্বাস্থ্য সহকারী/ টিকাদানকর্মীগণের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবেন।